ইসলামিক স্টেটের সৈনিকদের জন্য কতিপয় উপদেশ

শায়খ আবু হামজা আল-মুহাজির
(আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন)

(দাবিক-৬ হতে সংকলিত)

দাউলাতুল ইসলামের সৈনিকদের জন্য কতিপয় উপদেশ

শায়খ আবু হামজা আল মুহাজির (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন)

সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার এবং সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসুল, তার পরিবার এবং তার সর্বক্ষণের সাহায্যকারীদের প্রতি। অতঃপর...

আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাই, এগুলো কিছু উপদেশ বাক্য যা আমি মানুষের মুখ এবং বইয়ের পাতা থেকে যোগাড় করেছি, যদিও আমি নিজেকে প্রজ্ঞাময় ব্যক্তি দাবি করি না। আমি আল্লাহর কাছে আবেদন করি, যেন এই উপদেশগুলো আপনাকে এবং আমাকে উপকৃত করে। আল্লাহ সকল নিয়্যত সম্পর্কে জানেন।

১. কথা এবং কাজে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা , নিশ্চয় আল্লাহ কোন কাজ কবুল করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তা আন্তরিকতা এবং সঠিকতার সাথে করা হয়। রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন "সকল কাজের প্রতিফল কেবল নিয়্যতের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিয়্যত অনুসারে তার কাজের প্রতিফল পাবে। তিনি (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন "আল্লাহ্র রাস্তায় মুসলমানদের যে যখম হয়, কিয়ামতের দিন তার প্রতিটি যখম আঘাতকালীন সময়ে যে অবস্থায় ছিল তদ্রুপ হবে। রক্ত ক্ষরণ হতে থাকবে। তার রং হবে রক্তের রং কিন্তু গন্ধ হবে মেশকের ন্যায়।"

এবং তার সাথেই তার দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য জড়িত । রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে বের হবে আল্লাহ তার যিম্মাদার হবেন, আমার পথে জিহাদ করা, আমার প্রতি ঈমান আনা ও আমার প্রেরিত রাসূলদেরকে সত্য বলে মেনে নেয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণ যাকে ঘর থেকে বের করে নি, আল্লাহ তার দায়িত্ব নিয়েছেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা তার ঘরের দিকে তাকে সফলভাবে সওয়াব অথবা গনীমাত সহকারে প্রত্যাবর্তন করাবেন, যেখান থেকে সে বের হয়েছিল।"

অতঃপর আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করাই নিজের উদ্দেশ্য বানান, আবূ মূসা (রাদিয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেউ বাহাদুরী প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে, কেউ গোত্রীয় গৌরব রক্ষার্থে লড়াই করে আর কেউ রিয়াকারী হিসেবে লড়াই করে, এদের মধ্যে কোনটি আল্লাহর পথে?

তিনি (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যে ব্যক্তি এই জন্য লড়াই করে যে আল্লাহর নাম সমুন্নত হয়, সে ব্যক্তিই আল্লাহর পথে প্রতিষ্ঠিত।

২. প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির শরণাপন্ন হন, যখন আপনার উপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার কোন কর্তব্য আপতিত হয় । তাই আলেমরা এই ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, কাজের পূর্বে জ্ঞান আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরয।" তাই কাউকে হত্যা করবেন না অথবা গনীমত নিবেন না, যতক্ষণ তা আপনি জেনে নেন,কি কারণে তা করেছেন। নূন্যতম আপনি যেটা করতে পারেন তাহলো আপনি কোন আলেমের ফাতওয়া (মতামত) নিতে পারেন যার জ্ঞান এবং দ্বীনী আমলের ব্যাপারে আপনি আশ্বস্থ।

৩. আপনার কোন আত্মীয় বা কোন পছন্দের ব্যক্তি যাতে আপনাকে আল্লাহর দ্বীনের সাহয্য করা থেকে দূরে না সরায়, সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করুন। নিশ্চয়, আমরা জানি এগুলো আপনাকে দূরে সরিয়ে দেবে, কিন্তু স্মরণ করুন আল্লাহর বাণী, {মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, কিন্তু তারা যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে, তা অস্বীকার করছে।} [সূরা আল মুমতাহিনা:১]। নিশ্চয়, আল্লাহর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দ্বীনের সহায়তা করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৪. আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে ভালোবাসি এবং আমি ভালোবাসি যা আপনাকে রক্ষা করবে। তাই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার উপদেশ মন দিয়ে শুনুন, তা হল তাকফীর। রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যদি কেউ কোন মুমিন সম্পর্কে এমন কিছু বলে যা সত্যি নয়, আল্লাহ তাকে দূষিত কাদা (জাহান্নামবাসীদের গলিত পূঁজ) এর বাসিন্দা করবেন, যতক্ষণ না সে তার কথা ফিরিয়ে না নেয়।" তাই জেনে নাও হে আমার প্রিয় ভাই, কুফরের আখ্যা বা হুকুম আল্লাহর জন্য এবং সঠিক শারিয়াহ অনুসারে যারা কাফের আখ্যা পাওয়ার যোগ্য, তারা ছাড়া কারও উপর তাকফীর করা আপনার জন্য জায়েজ নয় । আরও জেনে রাখুন, তাকফীরের শর্ত এবং প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে তাকফীর করি না, যতক্ষণ পর্যন্ত সকল শর্ত পূরণ হয় এবং প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূর হয়। এমনও হতে পারে কোন ব্যক্তি কোন কুফরি উক্তি বা কর্ম সম্পাদন করেছে, তদুপরি শারি'য়ি প্রতিবন্ধকতার উপস্থিতির কারণে তাকে তাকফীর করা যায় না। যার ইসলাম সুনিশ্চিত প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সে সুনিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। তাই, সন্দেহ থেকে সাবধান হোন আর নিশ্চিত হন যে, যেসকল বিষয় সম্পর্কে হকপন্থী আলেমগণ ইখতিলাফ করেন, সে সম্পর্কে আপনি ভালো ভাবে অবগত।

৫. যেকোন অঙ্গীকার এবং শারিয়াহ অনুসারে বৈধ নিরাপত্তা চুক্তি পূরণ করুন, শয়তানের উস্কানি সম্পর্কে চরমভাবে সতর্ক হন। আল্লাহ বলেন, {অতপর, যে শপথ ভঙ্গ করে, অতি অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্য করে।} [সূরা ফাতহ:১০] রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, " সকল মুসলমানের রক্ত সমান। তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন ব্যক্তিরও তাদের দ্বারা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকবে। তাদের সবচেয়ে দূরবর্তীরও নিরাপত্তার বিধান আদৃত থাকবে। তারা সকল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ । তাদের মধ্যে সবচেয়ে দূর্বল যোদ্ধার গনীমতের অংশ সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধার সমান। তাদের সবচেয়ে পেছনের সৈন্য যে সৈন্যদলের পিছন দিকে প্রহরা দেয়, তার গনীমতের অংশ এবং আক্রমনাত্মক অভিযানে প্রেরিত সৈনিকের অংশ সমান।"

তেমনিভাবে, আমরা কোন সৈনিককে কোন চুক্তি করা বা নিরাপত্তার অঙ্গীকার প্রদান করার অনুমতি দেই না। এটা শুধু আমিরুল মুমিনিন এবং তার সহকারীদের দ্বারা সম্পাদিত হয়, কারণ তিনি সাধারণভাবে বেশি সচেতন এবং রাষ্ট্রের স্বার্থ নিরুপনে অধিক সমর্থ।

৬. আল্লাহর আনুগত্যের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালান এবং গুনাহের চরম পরিণতি, নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষতি এবং শয়তানের অমঙ্গল থেকে সতর্ক থাকুন। এজন্য আল-ফারুক, উমার ইবন আল-খাত্তাব, সা'দ ইবন আবি-ওয়াক্কাস (রাদিআল্লাহু আনহুমা)-কে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, "অতপর আমি আপনাকে এবং আপনার সাথী যোদ্ধাদের আল্লাহর প্রতি তাকওয়া রাখার আদেশ দিচ্ছি এবং আমি আপনাকে এবং আপনার সাথী যোদ্ধাদের দুশমনের থেকেও গুনাহ করা থেকে বেশি সতর্ক থাকার আদেশ দিচ্ছি, এজন্য যে আপনার সৈনিকদের গুনাহকে দুশমনের চেয়ে বেশি ভয় করা উচিৎ। আল্লাহর কাছে আপনার অন্তর্নিহিত ক্ষতি থেকে এমনভাবে সাহায্য প্রার্থনা করুন, যেমন করে আপনি দুশমনের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করুন। "

৭. সালাত, সালাত, হে আল্লাহর সৈনিক। নিশ্চয় তা হৃদয়কে শক্তিশালী করে, অঙ্গসমূহকে তেজদীপ্ত করে, এবং অনৈতিকতা এবং খারাপ আচরণ প্রতিরোধ করে। এটা হচ্ছে আল্লাহর সাথে ব্যক্তিগত কথোপকথনের জায়গা এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার জায়গা। সিজদারত অবস্থায় বান্দা তার প্রভুর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। সালাত দ্বীনের ভিত্তি এবং মুসলমানের নিশান। তাই বিলম্ব করবেন না বৈধ কারণ ছাড়া, যার সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহ অবশ্যই অবগত।

৮. আত্ম-প্রবঞ্চনা এবং প্রশংসিত হবার অভিপ্রায় থেকে সতর্ক হোন, বিশেষ করে দুশমনের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের সময়, কারণ আপনার জিহাদ, ইহকালের ব্যাপক রিবাতের ফল এবং আপনার পরকাল সবকিছু ধ্বংস জন্য করার এটাই হচ্ছে শয়তানের সবচেয়ে বড় সুযোগ।

৯. দুটো বিষয় যার সাথে সর্বদা অপমান এবং ক্ষতি জড়িত:

অবিচার: আল্লাহ বলেন, {হে মানবজাতি! তোমাদের অনাচার তোমাদেরই উপর পড়বে।} [সূরা ইউনুস: ২৩] অতপর, অবিচারের সাথে কোন বিজয় নেই।

অসাধুতা: আল্লাহ বলেন, {কুচক্র কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে।} [আল ফাতির:৪৩] অতপর, প্রতারকের সাথে কোন বন্ধুত্ব নেই।

১০. নিজেকে দমন করুন যখন তা কোন কিছু কামনা করে, বিষয়টি এরকম নয় যে, নফসের আকাঙ্খিত প্রতিটি জিনিসই অন্বেষণ করতে হবে। {নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ} [সূরা ইউসুফ: ৫৩] সিয়াম পালন করুন এবং তা আপনার চরিত্র রক্ষা করবে। সংক্ষেপে, নিজের কামনাকে নিয়ন্ত্রন করুন এবং যা আপনার জন্য হালাল নয় সে সম্পর্কে নিজের সাথে কঠোর হন। নিজের পছন্দ বা অপছন্দের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রিত হওয়াই হচ্ছে নিজের সাথে কঠোর হওয়া।

১১. যে জায়গায় আপনাকে দায়িত্বশীল করা হয়েছে সেখানে নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হন, আর যে বিষয়ে আপনাকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি সে ব্যাপারে নিজেকে জড়াবেন না, কারণ আল্লাহ সে বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। বরং, নিজের সকল কাজে সত্যবাদিতা অণ্বেষন করুন কারণ সত্যবাদিতা হচ্ছে ঢাল এবং মিথ্যা অতলতা। "একজন মানুষের গুনাহগার হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে সবকিছুই বলে বেড়ায়।"

১২. এমন সকল বিষয়ে আপনার ভাইয়ের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করুন যা আপনাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে এবং আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দূরবর্তী করে। তাদের সাথে বেশি করে হাসিখুশি থাকুন আর নিজের চেয়ে বড়দের কথা শুনুন। যদি তাদের কাজ করতে দেখেন তাহলে নিজেও কাজে অংশগ্রহণ করুন, এজন্য যে, যখন তারা কাজ করে, তখন যদি আপনি বসে থাকেন তাহলে তা খারাপ অনুভূতি সৃষ্টি করবে। যদি আপনার ভাই আপনার কাছে প্রিয় হয় তবে তার সাথে নম্র হন। জেনে রাখুন, কাউকে দোষারোপ করায় তাড়াহুড়া করা ন্যায়পরায়ণতার পরিচায়ক নয়।

১৩. মানুষের দোষত্রুটির অণ্বেষন করবেন না, বিশেষ করে আপনার আমির এবং আপনার ভাইদের। নিজের সাধ্য মতো তাদের দোষত্রুটি গোপন করুন এবং আল্লাহ আপনার দোষত্রুটি গোপন করবেন এবং তাদের এমন কোন দোষ আবিষ্কারের চেষ্টা করবেন না যা সম্পর্কে আপনি অবগত নন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বাঁচো। কেননা খারাপ ধারণা হচ্ছে অত্যন্ত মিথ্যা কথা। আর দোষ-ত্রুটি সন্ধান করে বেড়িও না। আর গোয়েন্দাগিরি করো না , আর একে অপরের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করো না । আর একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করো না, সম্পর্কচ্ছিন্ন করো না এবং একে অপরকে ঘৃণা করো না । আল্লাহর বান্দারা, তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও।"

বর্ণিত আছে যে ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "আমি আল-মাদিনাতে এমন মানুষ দেখেছি যাদের কোন দোষত্রুটি ছিলো না। তারা মানুষের দোষত্রুটি অণ্বেষন করতে শুরু করলো, অতঃপর লোকেরাও তাদের দোষত্রুটি

বর্ণনা করা শুরু করলো। আর আমি এমনও লোক দেখেছি যাদের দোষত্রুটি রয়েছে। তারা লোকেদের দোষত্রুটি সম্পর্কে চুপচাপ ছিলো, অতঃপর লোকেরাও তাদের দোষত্রুটি সম্পর্কে চুপচাপ থাকলো।"

১৪. হে আল্লাহর সৈনিক, জেনে রাখুন আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন বিলাদ-আল রাফেদাইনে দাউলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা আর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে কিন্তু জেনে রাখুন, এটা খলিফাহ হারুন-উর-রাশীদের খিলাফত নয় যখন আকাশপানে বৃষ্টির জন্য দোয়া চাইলে মুসলিম ভূমিতে বৃষ্টি নামত। বরং, এটা বর্তমানে ভংগুর অবস্থায় আছে। আমরা প্রতিপক্ষের আক্রমনের আশংকা করি এবং আমরা তাদের ভয় প্রদর্শন করি, ঠিক যেমন আল-মদিনায় যখন দাউলাতুল ইসলাম প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন যেমন সাহাবারা প্রতিপক্ষের আক্রমনের আশংকায় তাদের অস্ত্র কখনও দূরে রাখতেন না। হয়তো কোন ইহুদী তাদের এলাকায় গোপনে ঢুকে পরতে পারে অথবা এমন কোন জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে যেখানে শিশুরা এবং মহিলারা নিরাপদে আছে, আর সেখানে তাকে হত্যা করার জন্য একজন মহিলা ছাড়া আর কেউ থাকবে না। তাই সাধারণ মানুষের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করুন, তাদের ইসলামের মর্যাদা ও মাধুর্য অনুভব করার সুযোগ দিন এবং ইসলাম ও ইসলামী শাসন সম্পর্কে মানুষকে মিথ্যা ভীতি প্রদর্শন থেকে সাবধান হন। যদি এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয় যা আমাদের জনগণ পছন্দ করবে না, তাহলে তাদের সাথে নরম কথা এবং কাজের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করুন যেন তারা অপছন্দনীয় হলেও বিষয়টা গ্রহণ করতে পারে। মোট কথা এই যে, মানুষকে ইসলাম ও দাউলাতুল ইসলামকে ভালোবাসার সুযোগ দিন, কারণ "আল্লাহর বান্দাদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে সে যে বান্দাদেরকে আল্লাহর কাছে প্রিয় করে এবং আল্লাহকে তার বান্দাদের কছে প্রিয় করে এবং একজন নিবেদিতপ্রাণ উপদেশদানকারী হিসেবে জমিনে বিচরন করে।"

১৫. আস-সাহিব ইবন 'আব্বাদ বলেছেন, "শাসকের প্রতি শ্রদ্ধাভাজন হওয়া একটি অবশ্য কর্তব্য এবং যে মনোযোগ দিয়ে শোনে তার জন্য তা অবশ্য পালনীয় ।" তাই আমিরুল মুমিনিনের প্রতি শ্রদ্ধাভাজন হন, কারণ " মুসলিম অগ্রজ... এবং মুসলিম ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা আল্লাহকে খুশি করার অন্যতম পন্থা।" সে ন্যায়পরায়ণ বা জালিম যাই হোক, গোনাহের দিকে ধাবিত না করে তার এমন প্রতিটি আদেশ মান্য করা ফরয। তাকে অন্যায়ভাবে অপমান করার ব্যাপারে সতর্ক হন, কারণ তা এমন বড় গোনাহ হতে পারে যা বান্দাকে ধ্বংস করে দেয়। আকছাম ইবন সাইফির উপদেশ হচ্ছে, "আমিরের ব্যাপারে অতিরিক্ত মতানৈক্য কর না... কারণ এমন কোন জামা'হ নেই যারা তার ব্যাপারে মতানৈক্য করে না।"

১৬. কোন ইজতিহাদী বিষয় অথবা শারিয়াহতে ভিত্তি আছে

এমন কিছু কিংবা যা কোন গোনাহ সম্পাদনের আদেশ না করে এমন বিষয়ে, আপনার আমিরের সিদ্ধান্তসমূহ মেনে নিন এবং তার মতামত ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ করুন যাতে অনৈক্য বা বিভেদ সৃষ্টি না হয়। যদি আপনি আল্লাহর পুরুস্কারের জন্য কাজ করুন তবে জেনে রাখুন আল্লাহর সন্তুষ্টি আপনার আমিরকে শোনা এবং মান্য করার মাঝে, এই শর্তে যে তা শারিয়াহ লঙ্ঘন না করে।

এমন কোন বিষয় তার কাছ থেকে গোপন করবেন না যা শারিয়তী কল্যাণ সাধন করতে পারে বলে আপনি মনে করেন, যেমন সম্ভাব্য ফিতনাহ, কোন গ্রহণযোগ্য উপদেশ অথবা যা তার কাছ থেকে আড়াল করলে প্রতারণা হবে। যদি আপনি নিশ্চয়তা অথবা গ্রহণযোগ্য সন্দেহ সহকারে

এই হাদিস আব্দুল্লাহ ইবন উমর আব্দুল্লাহ ইবন মুতি ইবন আল-আসওয়াদের কাছে বর্ণনা করেন, যখন তারা তাদের সমসাময়িক আমির, ইয়াজীদ-এর আনুগত্য অস্বীকার করেন। ইয়াজীদের জুলুম সত্বেও ইবন উমর ইবন মুতিকে এই বলে উপদেশ দান করেন । সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, ইয়াজীদ ইবন মুয়াবিয়ার আমলে আল হাররার ঘটনা ঘটার পর আব্দুল্লাহ ইবন উমর আব্দুল্লাহ ইবন মুতি এর কাছে আসেন। আব্দুল্লাহ ইবন মুতি বলেন "আব্দুর রাহমান একটা বালিশ ওপাশ করে নাও " আব্দুল্লাহ ইবন উমর বলেন "আমি বসতে আসিনি, আমি একটা হাদিস বর্ণনা করতে এসেছি যা আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: যে তার আমিরের উপর থেকে আনুগত্যের হাত সরিয়ে নেয় সে বিচার দিবসে আল্লাহর সামনে কোন যুক্তি ছাড়াই উপস্থিত হবে আর যে আমিরের বায়াত ছাড়া মৃত্যুবরণ করলো তার মৃত্যু জাহেলিয়্যাতের মৃত্যু।"

শেখ মোহাম্মদ ইবন আব্দিল-ওয়াহ্হাব বলেন, "আমি মনে করি সৎ অথবা ফাসেক সকল ইমামেকে সাথে নিয়েই জিহাদ চালিয়ে যাওয়া উচিৎ। আমি আরও মনে করি সৎ অথবা ফাসেক নির্বিশেষে সকল ইমামের কথা শুনা এবং আনুগত্য করা ফরয, যতক্ষণ না সে আল্লাহর অবাধ্য হবার আদেশ করে।"

তাকে বিষয়টি অবগত করেন তাহলে অবশ্যই তা গিবত অথবা দোষারোপ করার যোগ্য গোয়েন্দাগিরি হবে না। ইমাম নববী বালেন, "যদি জরুরত হয় তাহলে তাতে কোন দোষ নেই, যদি এমন হয়... কেউ এমন কোন কিছু সম্পাদন করেছে যা সম্ভাব্য ফিতনাহ সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে তা শাসক বা দায়িত্বশীল কাউকে অবগত করা উচিত। তারপর দায়িত্বশীল ব্যক্তির উপর তা অনুসন্ধান করা এবং সমাধান করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। উক্ত কাজ অথবা তার মতো কিছু অবশ্যই হারাম নয়, বরং কোন কোন সময় তা করা ফরযও হয়ে যায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা মুবাহ হয়।"

বিশ্বাসঘাতকতা বা বিশ্বাসঘাতককে সাহায্য করা থেকে সাবধান হন, বলা হয় যে, "কারও বিশ্বাসঘাতক হবার জন্য এটাই যথেষ্ট যে সে কোন বিশ্বাসঘাতককে সহায়তা করে ।"

আল্লাহ বলেন, {আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন শান্তি সংক্রান্ত সংবাদ অথবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি তারা তা পৌঁছে দিত রাসূল অথবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেতো সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মতো। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করা শুরু করতো ।} [আন-নিসা: ৮৩]

১৭. আপনার আমির আপনার প্রতি জুলুম করলেও তার উপর ধৈর্য্য ধারণ করুন, কারণ তা দ্বীনি দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যদি কেউ তার আমিরের মধ্যে এমন কিছু দেখে যা তার পছন্দনীয় নয়, তাহলে সে যাতে ধৈর্য্য ধারণ করে।"

১৮. জিহাদের ভূমিতে যেখানেই থাকুন না কেন, রাতের বেলায় প্রহরার ব্যবস্থা করুন। যদি তিনজন একসাথে ঘুমিয়ে পড়ে একজন আমির এবং প্রহরার ব্যবস্থা ছাড়া, তাহলে সেটাকে আমি হালাল মনে করি না। আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহ) তার সেনানায়কদের উপদেশ দিয়ে বলেন, "রাতের অতর্কিত হামলার বিরুদ্ধে প্রহরায় থাকবে, কারণ আরবরা তোমাদের সহসা জব্দ করতে পারে। " আপনার প্রহরার বেলায় যাতে আগে থেকে আপনাকে অন্য কিছু ব্যাস্থ করে না রাখে, কারণ আপনি এখন যুদ্ধক্ষেত্রে, আল্লাহকে ভয় করুন, আল্লাহকে ভয় করুন আপনার ভাইদের ব্যাপারে।

১৯. প্রস্তুতি, প্রস্তুতি, হে আমার মুসলমান ভাই, নিশ্চয় আল্লাহ বলেছেন, {আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যা কিছু পারো আপনার শক্তি সামর্থ্য থেকে} [আল-আনফাল: ৬০] শারীরিক অনুশীলন যা আপনার দেহকে শক্তিশালী করে এবং মার্শাল আর্টস আপনার প্রস্তুতির মধ্যে পড়ে। কথায় আছে, " প্রয়োজনের সময় যদি আপনি কোন কিছু অন্বেষন করেন তাহলে আপনার অভীষ্ঠ সময় ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে। তাই সময় হওয়ার আগেই

আপনি প্রস্তুত হন।”

২০. রিবাত, রিবাত! অর্থাৎ, যদিও আপনাকে লম্বা সময় পর্যন্ত কাজে থাকতে হয় তারপরও নিজেকে আল্লাহর রাহে জিহাদ করার জন্য, যুদ্ধক্ষেত্র প্রহরা দেয়ার জন্য, মুজাহিদিনদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এবং আল্লাহর দুশমনদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টির জন্য অনুপ্রাণিত করুন। যদি আপনি এমন অবস্থায় থাকেন যে আপনার দুশমন আপনাকে ভয় করে এবং আপনিও আপনার দুশমনকে ভয় করেন, তাহলে সেটাই জিহাদ। আল্লাহ বলেন, {হে ইমানদারগণ!

ধৈর্য্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আল্লাহকে ভয় কর, যাতে সফল হও।} [আল-ইমরান: ২০০] রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, “ একদিন আল্লাহর রাস্তায় রিবাত করা দুনিয়া এবং তার মধ্যে বিদ্যমান সবকিছু থেকে উত্তম।”

২১. আমার ভাইয়েরা, শত্রুর সাথে মোকাবেলার ইচ্ছা পোষণ করবেন না, যদি তা আপনার আত্মপ্রবঞ্চনা, অহমিকা, অতি-আত্মবিশ্বাস অথবা তদ্রুপ কোন কিছুর ফলশ্রুতিতে হয়। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ " হে জনমণ্ডলী! তোমরা শত্রুদের সাথে সংঘর্ষের আগ্রহ পোষণ কর না; বরং আল্লাহর কাছে শান্তি চাও। তবে যখন তাদের সাথে সংঘর্ষ লেগেই যাবে, তখন সবর করবে, অর্থাৎ অবিচল ও দৃঢ়চিত্ত থাকবে। জেনে রাখো, জান্নাতের অবস্থান তলোয়ারের ছায়াতলে।” যখন দুই দল যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে তখন আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, কারণ এসময় দোয়া কবুল হয়। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)আহযাবের যুদ্ধের সময় দোয়া করেছিলেন “হে আল্লাহ, কিতাবের অবতীর্ণকারী, মেঘমালা সঞ্চালনকারী এবং দলসমূহের উপর বিজয় দানকারী, তাদেরকে পরাজিত করুন এবং তাদের উপর আমাদের বিজয় দান করুন।” তিনি আরও দোয়া করতেন, “আপনি আমার সাহয্যকারী এবং সমর্থনকারী, আপনার সাহায্যে আমি পদক্ষেপ নেই, আপনার সাহয্যে আমি আঘাত হানি, আপনার সাহায্যে আক্রমন করি।”

২২. হৃদয়ে সাহস রাখুন, কারণ এটা হচ্ছে বিজয় এবং সাফল্য লাভের শর্ত। জেনে রাখুন, আল্লাহর সৈনিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন বিষয় হলো জীবনযুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাতের সাথে অভ্যস্ত হওয়া। অহরহ শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করুন, কেননা তা আপনার সাহস বৃদ্ধি করবে। মনে রাখুন, শত্রুরা আপনার অসংখ্য মা-বোনদের সম্ভ্রমহানী করেছে, আপনাকে জুমা এবং জামাতের সহিত সালাত আদায় থেকে বিরত রেখেছে এবং আপনার ব্যাবসা বানিজ্যে বাধা সৃষ্টি করেছে। সংক্ষেপে তারা দ্বীনি এবং দুনিয়াবি কোনকিছুতেই আপনাকে ছাড় দেয় নি।

২৩. যদি আপনি আপনার এলাকা এবং শত্রু এলাকা ভালো করে চিনতে না পারেন, তাহলে অবশ্যই আপনার একজন পথপ্রদর্শক থাকতে হবে। নিজের সাথে যথেষ্ট পরিমাণ রসদ রাখুন, যেমন অস্ত্র, খাবার এবং ঔষধ, এমন কোন কিছু ছেড়ে যাবেন না যা আপনাকে আপনার জিহাদে সহায়তা করবে। নিজের অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করুন, এমনকি সুই-সুতা এবং ফ্লাস লাইট ও সাথে রাখুন। ক্ষত সারানোর এবং ব্যথানাশক ঔষধ সাথে রাখুন, অতিরিক্ত কাপড়-চোপড় পরিহার করুন।

২৪. “যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার আগে সৎ কাজ করুন, কারণ আপনার কর্মই আপনার শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার একমাত্র অস্ত্র।” মুজাহিদদের সৈন্যসারিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং এক কথার উপর একতাবদ্ধ হওয়াই হচ্ছে সর্বত্তম কর্ম। আল্লাহ (তায়ালা) বলেন, {নিশ্চয়, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর রাহে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গলানো প্রাচীর।}[আছ-ছফ:৪] আর ভিন্ন ভিন্ন নিয়্যতের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, কারণ যদি আপনারা কথায় এক থাকেন কিন্তু নিয়্যতে ভিন্ন থাকেন, তাহলে তা নিজেদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করবে। আর জেনে রাখুন, প্রত্যেকের শক্তি এবং সাফল্য তার ভাই এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কথায় আছে, “সেই অপদস্থ, যে একা একা নিজের খামখেয়ালীপনার অনুসরণ করে।”

২৫. শত্রুর দ্বারা ভীত হবেন না। আল্লাহ (তায়ালা) বলেন,{ খোদাভীরুদের মধ্য থেকে দু’ব্যক্তি বলল, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেনঃ তোমরা তাদের উপর আক্রমন করে দরজায় প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই বিজয়ী হবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও ।}[আল-মায়দাহ:৩] এবং জেনে রাখুন বিজয় এবং সংহতি একমাত্র আল্লাহর হাতে। {যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন,

তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহয্য করতে পারে? আল্লাহর উপরই বিশ্বাসীদের ভরসা করা উচিৎ ।}[আল-ইমরান:১৬০] আত-তাবারী তার তাফসীরে বলেন, "{তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না ।} ঐ লোকসকলের মধ্য থেকে। তিনি এই মর্মে বলেন যে, তিনি (আল্লাহ) যদি তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে পৃথিবীর সব শক্তি একত্র হলেও তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না। যদি আপনারা আল্লাহ ও তার রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদেশ মেনে চলেন এবং আনুগত্যে অবিচল থাকেন, তাহলে আপনাদের সংখ্যার স্বল্পতা এবং শত্রুদের সংখ্যাধিক্যতায় বিচলিত হবেন না, কারণ অবশ্যই সংহতি এবং বিজয় আপনাদেরই হবে, তাদের নয়।" অতঃপর, আল্লাহর নিকট দোয়া এবং সবিনয় আবেদনের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করুন। কেননা, বিজয় এবং নিয়্যতের বিশুদ্ধতা অর্জনের উপর দোয়ার চমৎকার প্রভাব রয়েছে। আল্লাহ (তায়ালা) বলেন, {বলতো, কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন? সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই স্মরণ রাখো ।}[আন-নামল:৬২]

২৬. আক্রমনকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কোন রুপ চেষ্টার ত্রুটি করবেন না এবং অলসতা ও অকর্মণ্যতার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, কারণ এগুলো দুটি ব্যধি যার কাছ থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পানাহ চেয়েছেন। সুতরাং, সেগুলো হতে আশ্রয় প্রার্থনা করুন এবং জেনে রাখুন ইবাদতের (জিহাদ) জন্য আপনি আপনার পরিস্থিতির কাঠিন্যের অনুপাতে প্রতিদান পাবেন । আল্লাহ (তায়ালা) বলেন, {আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।}[আত-তাওবাহ:১২১] রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "যা আপনার কল্যাণ করে তা অন্বেষন কর, আল্লাহর সাহয্য কামনা করো এবং অকর্মন্য হয়ো না।"

২৭. "হে মুসলিমগন! নিশ্চয়, ধৈর্য্যই শক্তি, অকর্মণ্যতা ব্যর্থতা। সহনশীলতার সাথেই বিজয় আসে।" এবং নিশ্চয়, কাপুরুষতা চরম দুর্বলতা এবং অধ্যবসায় একটি ভাল গুণ । যুদ্ধে পলায়নের সময় নিহতের সংখ্যা শত্রুর দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় নিহতদের সংখ্যার চেয়ে বেশি। ইসলামের প্রথম দিকে প্রতি দশের বিরুদ্ধে একজন হলেও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানো হারাম ছিলো। সেই দিনগুলো আজ আমাদের কত প্রয়োজন! আল্লাহ (তায়ালা) বলেন, {আর সেদিন যে ব্যক্তি তার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তবে যুদ্ধের কৌশল অবলম্বনে অথবা নিজ বাহিনীর কাছে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া, সে অবশ্যই আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করবে, তার আশ্রয় হবে জাহান্নাম আর জাহান্নাম নিশ্চয় নিকৃষ্ঠতম আশ্রয়স্থল।} [আল আন-ফাল:১৬] তাই আপনার কমান্ডারের প্রতি সহনশীল হন, তার মধ্যে ধিরে ধিরে সহনশীলতা ঢেলে দিন যখন দুই সারি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, কেননা ধৈর্য্য বিজয়কে ত্বরান্বিত করে এবং সহনশীলতার দ্বারা যা আসে তা প্রশংসিত। বিজয় সহনশীলতাকে অনুসরণ করে এবং শুধু অকাংখার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জিত হয় না।

২৮. শত্রুকে দেখলে তাকবীর করা ভালো, যখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খায়বারের মানুষকে কোদাল নিয়ে আসতে দেখলেন (তাদের মাঠ পরিচর্যার জন্য) তখন তিনবার "আল্লাহু আকবার" তাকবীর দিয়ে বললেন, "খায়বার ধ্বংস হয়ে গেছে এবং যখন আমরা কোন জাতির মোকাবিলায় অবতরণ করি তখন ভয় প্রদর্শিত জাতির ভোর বড় দু:খজনক হয়।" আন-নববী

বলেন, " এটা ইঙ্গিত করে যে, শত্রুর মোকাবেলা হলে তাকবীর করা ভালো।" এবং তাকবীর দুশমনের মোকাবেলার সময় আল্লাহর জিকির করতে উৎসাহিত করে কিন্তু, আবু মুসা আল-আশ'আরী হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুদ্ধের সময় কারো শোরগোল করা অপছন্দ করতেন। কাইস ইবন উবাদ বর্ণনা করে বলেন, "রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবীরা যুদ্ধক্ষেত্রে উচ্চস্বর অপছন্দ করতেন।" বদর যুদ্ধের দিন, উতবাহ ইবন রাবিয়াহ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দল দেখে তার সাথীদের বলল, "তোমরা কি দেখ না কেমন করে তারা সাপের ন্যায় তাদের ঠোঁট নাড়ায় (অর্থাৎ কোন শব্দ করে না)" একই ভাবে আয়শা (রাদিআল্লাহু আনহা) উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন তার সঙ্গীদের জোরে তাকবীর করতে শুনে বলেন, "অতিরিক্ত চিৎকার করো না কারণ দুশমনের মোকাবেলার সময় অতিরিক্ত তাকবীর পরাজয়ের একটি কারণ।" তাই দুশমনের মোকাবেলার সময় নিচু স্বরে জিকির করা ভালো, তবে তাদের আক্রমন এবং আঘাত হানার সময় ছাড়া।

২৯. গনীমত থেকে কখনো কিছু চুরি করবেন না। আল্লাহ (তায়ালা) বলেন, {আর যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে [হারামভাবে কোন কিছু নেয়], বিচার দিবসে তারা যা নিয়েছে তা নিয়েই হাজির হবে।} [আল-ইমরান:১৬১] ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, "গ্বোলোল (গনীমত হতে চুরি করা) কখনই সংঘঠিত হয়নি এমন লোকের দ্বারা যাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করা হয়নি।"

৩০. নিম্নে বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ যুদ্ধের বিধি সম্পর্কে আদেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, {হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও [শত্রুবাহিনী হতে], তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমানে স্মরণ কর, যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পারো। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মান্য করুন এবং তাঁর রাসূলেরও। তাছাড়া তোমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করো। নিশ্চয়, আল্লাহ তায়ালা রয়েছেন ধৈর্য্যশীলদের সাথে।}[আল আন-ফাল:৪৫-৪৬]
রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপদেশ করেন. "আল্লাহর রাহে লড়াই করো। আল্লাহর জন্য অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধ কর। গনীমত থেকে চুরি করো না, ছলচাতুরীর আশ্রয় নিও না, মৃতদেহ বিকৃত করো না..."

৩১. আমিরুল-মু'মিনিনের অবর্তমানে তার জন্য বেশি বেশি দোয়া করুন এবং আপনার দ্বীনি ভাইদের জন্যও। যে তার দ্বীনি ভাই এবং তার দ্বীনের জন্য উদ্বিগ্ন, সে যেন ফযরের সময়, সেজদায়, আজানের সময় এবং –সবচেয়ে জরুরি- যখন দুই বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সে সময়গুলোতে দোয়া করা হতে বিরত না থাকে। আল ফুদাইল ইবন ইয়্যাজ বলেন, "যদি আমার একটা দোয়া কবুল হতো তবে আমি ইমাম ছাড়া অন্য কারও জন্য তা করতাম না, কেননা সে যদি হ্বকের উপর বহাল থাকে জমিনে বরকত থাকবে এবং মানুষ নিরাপদে থাকবে।" তাই ইবনুল মোবারাক তার কপালে চুমু দিয়ে বলেন, "এই কাজে আপনার চেয়ে আর ভালো কেউ নেই।"

এবং আমি (শায়খ আবু হামজা আল মুহাজির) এখন দোয়া করছি, তাই (পাঠকগণ) বলুন "আমিন":

হে আল্লাহ, আমার কথা ও কাজে একাগ্রতা দান করুন। হে আল্লাহ, আমাকে হক্কের উপরে অটল রাখুন এবং আমার চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রন করুন। হে আল্লাহ, আমার অন্তরকে আপনার অনুগত বান্দাদের ন্যায় হকের প্রতি বিনম্র করুন এবং আপনার শত্রুদের প্রতি কঠোর আর নির্দয় করুন। হে আল্লাহ, বস্তুতই আমি আপনার প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে দুর্বল, তাই আমাকে এ ব্যাপারে শক্তি সামর্থ্য দান করুন, এবং তাদের মতো যেন না হয়ে যাই যারা বেপরয়া। হে আল্লাহ, আপনার দৃষ্টিতে আমাকে বড় করুন এবং নিজের দৃষ্টিতে নিজেকে নগণ্য করুন এবং আমার ভাইদের প্রতি ভালবাসা ও আস্থাভাজন হওয়ার তাউফিক দিন। হে আল্লাহ, আমাকে বন্দী হওয়া থেকে হেফাজত করুন, আপনার পথে আমাকে শাহাদাত দান করুন, আকস্মিক পরিণতি থেকে আমাকে রক্ষা করুন এবং আমার সকল বিষয়ে আপনি সুপরিনতি দান করুন, হে হৃদয়ের পরিবর্তনকারী।

আপনার ভাই,
আবু হামজা আল মুহাজির
১ রমজান ১৪২৮